খ্রীষ্টাডেলফিয়ান

জুনিয়র ইন্‌স্ট্রাকটর

সূচীপত্র (Contents)

সূচনা..... ৩
ঈশ্বরের দেয় পবিত্র শাস্ত্র ৪
ঈশ্বর ৫
ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা..... ৭
স্বর্গদূত..... ৭
মানুষ..... ৮
যীশু খ্রীষ্ট.....১০
যীশু খ্রীষ্টের নাম ১১
খ্রীষ্টের মৃত্যু ১২
খ্রীষ্টের পুনরুত্থান.....১৩
খ্রীষ্টের উর্দ্ধগমন.....১৪
খ্রীষ্টের পালকত্ব.....১৫
সুসমাচার প্রচার.....১৬
খ্রীষ্টের দ্বীতিয় আগমন ১৭
পুনরুত্থান, দায়ভার এবং বিচার কার্য.....১৭
ঈশ্বরের রাজ্য ১৯
অব্রাহাম, ইসহাক এবং যাকোব যিহুদী জাতির পিতা ২১
মিশরে ইস্রায়েলীয়গণ ২৩
প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানগণ ২৪
কনান দেশ বিজয় ২৬
ইস্রায়েল বিচারকৃতগণের তত্ত্বাবধানে ২৭
ইস্রায়েলের পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিনত..... ২৮
দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম (চুক্তি) স্থাপন..... ২৯
রাজ্য বিভক্ত হয় ৩০
ইস্রায়েলীয়দের একত্রিকরন এবং ঈশ্বরের রাজ্য ৩১
পরিত্রাণের উপায় বা পথ ৩৪
বিশ্বাস..... ৩৫
খ্রীষ্টের অন্যান্য আদেশসমূহ..... ৩৭

অষ্ট্রেলীয় সান্ডেস্কুল ইউনিয়ন কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচনা (Introduction)

১৮৮৬ সনে খ্রীষ্টডেলফিয়ান সান্ডেস্কুল ইন্‌স্ট্রাকটর প্রথম মুদ্রিত হওয়ার পর শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের কথপোকথনের শাব্দিক ব্যবহার এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে অনেকবারই পরিবর্তন, পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে অষ্টেলিয় স্যান্ডে স্কুল ইউনিয়ন জুনিয়র ছাত্রছাত্রী যাদের বয়স নয় থেকে এগার বছর তাদের শিক্ষাদানের জন্য এই শিক্ষক সহয়তা সংকলিত (Completed) করে।

যদিও এই সংকলিত মুদ্রনটির বেশিরভাগ অংশই নেওয়া হয়েছে ব্রাদার রবার্ট রর্বাটিস কর্তৃক লিখিত 'জুনিয়র শিক্ষক সহায়ক' থেকে যেটি আজকের শিশুদের শিক্ষাদানে বিশেষ উপযোগী। অবশ্যই শিক্ষকরা ধাপগুলি মেনে চলবে।

উত্তরপর্ব এবং প্রমান পর্বের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত রাখা হয়েছে কারণ প্রকৃত শিক্ষাআগ্রহীদের উৎসাহিত করবার জন্যে। প্রমান দিতে হবে বাইবেলের ষ্ট্যান্ডার্ড রিভাইজড ভার্সন থেকে। যদি না অন্য কোন উল্লেখ থাকে।

ভাববাদীদের ইস্রায়েল বিষয়ক প্রশ্নগুলির উত্তর দান কালে কয়েকবার পড়তে হতে পারে ভালভাবে বোঝার জন্য।

আশাকরি জুনিয়র শিক্ষক সহায়ক সকলকে যীশু খ্রীষ্টের সাথে পথ চলতে সাহয্য করবে।

দ্যা এক্সেকিইটিভ, ১৯৭৯ সন।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান জুনিয়র ইন্‌স্ট্রাকটর

পবিত্র শাস্ত্র (The Scriptures)

১। বাইবেল কি বা কাকে বলে?

পবিত্র বাইবেল এমন একটি পুস্তক যেখানে ঈশ্বরের বাক্য বর্ণিত হয়েছে। এটি মনুষ্যদের দ্বারা লিখিত হয়েছে যাদেরকে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা বলেছেন কি কি লিখতে হবে। *"ঈশ্বর-নিশ্বঃসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী"*। (২য় তীমথিয় ৩:১৬)

২। বাইবেল থেকে আমরা কি কি শিক্ষা পায়?

পৃথিবী ও মানুষকে নিয়ে স্বয়ং ঈশ্বরের পরিকল্পনা, অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষৎ সম্পর্কে ব্যক্ত করে বা বলে। কিভাবে ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশীদার হওয়া যায় সে সম্বন্ধেও ব্যাখ্যা করে। *"আরও জান, তুমি শিশুকাল হতে পবিত্র শাস্ত্রকলাপ জ্ঞাত আছ, সেই সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান করিতে পারে"* (২য় তীমথিয় ৩:১৫)

৩। পবিত্র বাইবেলের কয়টি অংশ?

বাইবেলের প্রধানত: দুটি অংশ। পুরাতন নিয়মের ৩৯টি পুস্তক এবং নূতন নিয়মের ২৭টি পুস্তক নিয়ে মোট ৬৬টি পুস্তক সম্বলিত বাইবেল একটি সমগ্র গ্রন্থ।

৪। পুরাতন নিয়ম কে রচনা করেছেন?

মোশি এবং অন্যান্য ভাববাদী যাঁরা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের বহু বছর পূর্বে এই পৃথিবীতে বাস করতেন, তাঁরা ছিলেন উদাহরণস্বরূপ: যিহোশূয়, শমূয়েল, দায়ূদ শলোমন, যিশাইয়, যিরমিয়, যিহিষ্কেল এবং দানিয়েল। *"কারণ ভাববাণী কখনও মনুষ্যের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হইয়া ঈশ্বর হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন"* (২য় পিতর ১:২১)

৫। নূতন নিয়ম কে বা কারা রচনা করেছেন?

নূতন নিয়মের কিছু অংশ যীশু খ্রীষ্টের, কিছু কিছু শিষ্য/প্রেরিত এবং বাকী অংশ এমন কিছু ব্যক্তিদের দ্বারা যাঁরা যীশু খ্রীষ্টের সমসাময়িক প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে এ পৃথিবীতে বাস করতেন, তাঁরা ছিলেন মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পৌল, যাকোব, যিহুদা এবং পিতর।

ঈশ্বর (God)

৬। পবিত্র বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের কি শিক্ষা দেয়?

ঈশ্বর একক, শুধুমাত্র তিনিই অমর, অনন্ত কালীন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, স্বর্গমর্ত্য সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা *"হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু"* (২য় বিবরণ ৬:৪) *"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনিই করুণা-সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর"* (২য় করিন্থীয় ১:৩)

৭। ঈশ্বর কি দয়াবান?

হ্যাঁ ঈশ্বর অতিশীল দয়াবান, যত্নশীল ও ভালবাসা পূর্ণ, কিন্তু সেই সাথে তিনি গুরুত্বদেন তাঁর নিয়ম বিধি মেনে চলার জন্য। *"কারণ সদাপ্রভু আপন প্রজাদের বিচার করিবেন, আপন দাসদের উপরে সদয় হইবেন"* (২য় বিবরণ ৩২:৩৬)। *"তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না, কারণ তোমার সদাপ্রভু ঈশ্বর আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর, আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদের উপরে বর্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয়, চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তাই"।* (যাত্রা পুস্তক ২০:৫)

৮। ঈশ্বর কি জ্ঞানবান এবং ক্ষমাশীল?

হ্যাঁ, অবশ্যই ঈশ্বর জ্ঞানবান ও ক্ষমাশীল কিন্তু তিনি কখনই তাঁকে বা তাঁর নামের অবমাননা মেনে নেবেন না এবং সকল প্রকার দুষ্টতাকে তিনি ধ্বংস করবেন। *"তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে"* (গীতসংহিতা ১৩০:৪)

৯। ঈশ্বরের প্রকৃতি বা স্বরূপ কি ধরণের?

ঈশ্বর হচ্ছেন, মহিমাময়, অনন্তকালীন, অপরিবর্তনীয়। *"যিনি যুগপর্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই সমাদর ও মহিমা ইউক"* (১ম তীমথিয় ১:১৭) *"কেননা আমি আকাশের দিকে হস্ত উঠাই, আর বলি, আমি অনন্তজীবী"* (দ্বিঃ বিবরণ ৩২:৪০)

১০। ঈশ্বর কোথায় থাকেন?

ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন। *"তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন"।* (মথি ৭:১১ পদের শেষাংশ)

১১। ঈশ্বর কি শুধুমাত্র স্বর্গেই অবস্থান করেন?

না, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। *"এমন গুপ্ত স্থলে কি কেহ লুকাইতে পারে যে, আমি তাহাকে দেখিতে পাইবো না? আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু কহেন"।* (যিরমিয় ২৩:২৪)

১২। ঈশ্বর যদি স্বর্গেই বাস করন তাহলে কিভাবে, তিনি সর্বত্র থাকেন?

ঈশ্বর তাঁর 'আত্মা' (পবিত্র আত্মা) দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান। *"আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলাইব? যদি স্বর্গে গিয়া উঠি, সেখানে তুমি; যদি পাতালে শয্যা পাতি, দেখ, সেখানেও তুমি"।* (গীতসংহিতা ১৩৯:৭-৮)

১৩। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এই সকল সত্য তোমাদের কি শিক্ষা দেয়?

সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর সম্পর্কে আমি শিক্ষা পায় যে, সব সময়ই ঈশ্বর আমার চারিপাশে উপস্থিত থাকেন, যদিও আমি অনুভব করতে পাইনা কিন্তু তিনি আমাকে ঠিকই দেখেন। আদিপুস্তক ১৬:১৩ পদের শেষাংশ *"যিনি আমাকে দর্শন করেন"।*

ঈশ্বরীয় আত্মা (পবিত্র আত্মা)
(The Spirit of God)

১৪। ঈশ্বরের আত্মা কি?

ঈশ্বরের আত্মা হচ্ছে অদৃশ্য শক্তি যার দ্বারা তিনি স্বর্গ, মর্ত্য সৃষ্টি করেছেন এবং যার দ্বারা সকল জীবের অস্তিত্ব বিদ্যমান। *"যদি তিনি আপনাতেই নিবিষ্টমনা থাকেন, আপনার আত্মা ও নিঃশ্বাস আপনার কাছে সংগ্রহ করেন, তবে মর্ত্যমাত্র একেবারে মরিয়া যাইবে, মনুষ্য পুনর্বার ধূলিতে প্রতিগমন করিবে"*। (ইয়োব ৩৪:১৪-১৫)

১৫। ঈশ্বর কি কখনও কাউকে আশ্চর্য্য কাজ করতে তাঁর আত্মা (অদৃশ্য শক্তি) ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন?

হ্যাঁ, তিনি তাঁর অদৃশ্য শক্তি তাঁর পুত্র প্রভু যীশুকে দিয়েছিলেন, এবং যীশুর মনোনীত শিষ্যদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, বিশেষ কাজ সমাধানে সাহায্য করতে। *"তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন"* (প্রেরিত ২:৪)

স্বর্গদূত (Angels)

১৬। স্বর্গদূত কাদেরকে বলে?

স্বর্গদূত হচ্ছে ঈশ্বরের সংবাদ/বার্তা বাহক। কোন কোন সময় কোন বিশেষ ব্যক্তিগণ কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই তাদেরকে বার্তা বহন করার জন্য স্বর্গ হতে প্রেরন করা হয়। *"উঁহারা সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণ লাভ করিবে, স্বর্গদূতগণ কি তাহাদের পরিচর্যার জন্য প্রেরিত হন নাই"*। (ইব্রীয় ১:১৪)

১৭। স্বর্গীয় স্বর্গদূতগণের প্রকৃতি কেমন?

স্বর্গীয় স্বর্গদূতগণ অমর, আত্মামাত্র যারা দেখতে মানুষের মত। *"কেননা তদ্দ্বারা কেহ কেহ না জানিয়া দূতগণেরও আতিথ্য করিয়াছেন"*। (ইব্রীয় ১৩:২) *"তাহারা আর মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের সমতুল্য এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে ঈশ্বরের সন্তান"*। (লূক ২০:৩৬)

মানুষ বা মনুষ্য (Man)

১৮। মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল কি ব্যক্ত করে?

হ্যাঁ, একমাত্র বাইবেলই আমাদের স্বচ্ছ ধারনা দেয় যে, ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তি অনুযায়ী মানুষকে মৃত্তিকার ধূলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। *"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল"*। (আদি পুস্তক ২:৭)

১৯। ঈশ্বর কি মনুষ্যকে পশুপ্রানী হতে ভিন্নভাবে সৃষ্টি করেন?

হ্যাঁ, ঈশ্বর মনুষকে সম্পূর্ণ আলাদা করে সৃষ্টি করেন, যাতে মনুষ্যের বোঝার জ্ঞান থাকে এবং সে ঈশ্বরকে মান্য করে ও তাঁর মহিমা প্রকাশ করে। *"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি, আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপর কর্তৃত্ব করুক।"* (আদি পুস্তক ১:২৬)

২০। মনুষ্য কি মরনশীল না অমরনশীল?

যেহেতু মানুষের মৃত্যু হয়, তাই সে মরনশীল। "কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতেই প্রতিগমন করিবে" (আদি পুস্তক ৩:১৯ পদের শেষংশ)

২১। মানুষের "আত্মা" বলতে কি বোঝায়?

পবিত্র বাইবেলে "আত্মা" শব্দটি সজীব প্রাণী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, ব্যক্তি দেহ, জীবন, নিঃশ্বাস প্রঃশ্বাস, মন সবকিছুই বোঝায়। *"আর তোমার নিজের প্রাণও [বা আত্মাও] খড়্গে বিদ্ধ হইবে- যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়"*। (লূক ২:৩৫)

২২। আত্মা বা প্রাণ মরনশীল না অমরনশীল?

যেহেতু "আত্মা" সজীব প্রাণী বা একজন ব্যক্তি যার দৈহিক আকার আছে তাই সে মরনশীল। *"যে প্রাণী পাপ করে, সে মরিবে..."* (যিহিষ্কেল ১৮:২০)

২৩। মানুষ যখন মৃত তখন কি সে কিছু বোঝে ও জানে?

মানুষ যখন মারা যায় তখন সে কিছুই বোঝেও না বা জানে না।*"কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে, কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না....."* (উপদেশক ৯:৫)। *"তাহার শ্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে"।* (গীতসংহিতা ১৪৬:৪)

২৪। পাপ কি বা কাকে বলে?

ঈশ্বরের নিয়ম বা ব্যবস্থার অবাধ্য হওয়া বা অবমাননা করা পাপ। *"যে কেহ পাপাচরণ করে, সে ব্যবস্থালঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ"।* (১ম যোহন ৩:৪)

২৫। মানুষ মারা যায় কেন?

মানুষের মৃত্যু হয় কারণ প্রথম আদম ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিল, তাই ঈশ্বরের অভিশাপ নেমে আসে, ঈশ্বর বলেন তুমি এবং তোমার ভাবী বংশধরদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। *"অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল"।* (রোমীয় ৫:১২)

২৬। এই মৃত্যু কি অনন্তকাল ধরে চলবে?

না, মৃত্যু অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে না, কারণ মানুষকে রক্ষা করবার জন্য ঈশ্বরের বিশেষ এক পরিকল্পনা আছে। *"শেষ শত্রু যে মৃত্যু সেও বিলুপ্ত হইবে"।* (১ম করিন্থীয় ১৫:২৬)

২৭। ঈশ্বর মানুষকে কিভাবে মৃত্যু থেকে রক্ষা করবেন?

ঈশ্বর তার পুত্র প্রভু যীশুকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, যিনি মৃত্যুকে জয় করেন, যদি আমরা তাঁর পুত্রকে বিশ্বাস করি তবেই রক্ষা পাবো। *"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান"*। (যোহন ১:২৯) *"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"*। (রোমীয় ৬:২৩)

২৮। 'শয়তান' শব্দটির অর্থ কি?

বাইবেলের ভাষায় 'শয়তান' শব্দটির অর্থ বিপক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বি বোঝাতে শয়তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। *"কিন্তু তিনি (যীশু) মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ, কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের, তাহাই তুমি ভাবিতেছ"*। (মথি ১৬:২৩)

২৯। যীশু যখন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাকে 'দিয়াবল' বলে আখ্যায়িত করে ছিলেন, এই দিয়াবল শব্দটির অর্থ কি?

দিয়াবল শব্দটির অর্থ 'বিশ্বাসঘাতক' বা 'কুৎসারটনাকারী' বা 'মিথ্যা অপরাদকারী', কারণ এই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদাই যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক করে। *"যীশু তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমরা এই যে বারো জন, আমি কি তোমাদিগকে মনোনীত করি নাই? আর তোমাদের মধ্যেও এক জন দিয়াবল আছে। এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার বিষয়ে কহিলেন, কারণ সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সমর্পণ করিবে, সে বারো জনের মধ্যে এক জন"* (যোহন ৬:৭০-৭১)।

যীশু খ্রীষ্ট (Jesus Christ)

৩০। যীশু খ্রীষ্ট কে?

যীশু খ্রীষ্ট হচ্ছেন ঈশ্বরের একজাত পুত্র। *"আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত'"*। (মথি ৩:১৭)

৩১। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট কি একজন মানুষ ছিলেন?

হ্যাঁ, যীশু আমাদের মতই মানুষ, আমাদের মতই তাঁর চিন্তাধার, দৈহিক গঠন, অনুভূতি ছিল কিন্তু তিনি কখনও পাপ করেন নাই বা পাপ, মন্দ চিন্তা তাঁকে স্পর্শ করে নাই। *"অতএব, সর্ববিষয়ে আপন ভ্রাতৃগণের মত তাঁহার হওয়া উচিৎ ছিল, যেন তিনি প্রজাদের পাপের প্রায়শ্চিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কার্যে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন"*। (ইব্রীয় ২:১৭) *"কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দূর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে"* (ইব্রীয় ৪:১৫)

৩২। যীশু একজন মানুষ হয়েও কিভাবে ঈশ্বরের পুত্র হন?

যীশু খ্রীষ্ট একজন মানবীয় স্ত্রীলোকের গর্ভজাত, তাঁর মাতার নাম 'মেরী' ('মরিয়ম') এবং তাঁর পিতা হচ্ছেন ঈশ্বর, যিনি স্বর্গে বাস করনে। *"কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, তিনি স্ত্রীজাত, ব্যবস্থার অধীনে জন্ম নিলেন"।* (গালাতীয় ৪:৪)

৩৩। কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট একজন বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে জন্ম নেন?

কার্যত:ই যীশু খ্রীষ্ট একজন বিশেষ ব্যক্তি কারণ তিনি বিশেষ অভিনব পদ্ধতিতে জন্ম নেন, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাঁর মাতা মেরীর উপরে ভর করাতে তিনি গর্ভধারন করেন। *"পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণে যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে"।* (লূক ১:৩৫)

যীশু খ্রীষ্টের নামের অর্থ

(The Name of Jesus Christ)

৩৪। যীশু নামের অর্থ কি?

যীশু নামের অর্থ 'ঈশ্বর পরিত্রাণ করিবেন', যা আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে যে, যীশু এই পৃথিবীর লোকদের পাপের পরিত্রাণ দেবেন। *"আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম 'যীশু' (ত্রাণকর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন"* (মথি ১:২১)

৩৫। খ্রীষ্ট নামের অর্থ কি?

'ক্রায়ঈসট' (খ্রীষ্ট) একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ অভিষিক্ত এটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, যীশু ভবিষৎ রাজা হিসাবে ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত অথবা মনোনীত ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা বিশেষ পদ্ধতিতে যীশুকে অভিষিক্ত করেন। *"ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন....."* (প্রেরিত ১০:৩৮)

৩৬। 'অভিষিক্ত' করা বা হওয়ার অর্থ কি?

পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন ঘটনা আমাদের সাক্ষ্যদেয় যে, বিভিন্ন রাজা, পালকদের মাথায় তৈল ঢালা হতো এটা দ্বারা বোঝানো হতো যে, তাঁরা ঈশ্বরের কাজের জন্য মনোনীত। *"অভিষেকার্থ তৈল লইয়া তাঁহার মস্তকের উপরে ঢালিয়া তাহাকে অভিষিক্ত করিবে"।* (যাত্রাপুস্তক ২৯:৭)

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু
(The Death of Jesus Christ)

৩৭। পাপের ক্ষমা পাওয়া যায় কিভাবে?

রক্তে শুচিকরন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না, এটি ঈশ্বরেরই দেয় ব্যবস্থা। *"আর ব্যবস্থানুসারে প্রায় সকলই রক্তে শুচিকৃত হয়, এবং রক্তসেচন ব্যতিরেকে পাপমোচন হয় না"।* (ইব্রীয় ৯:২২)

৩৮। ঈশ্বর কি প্রকারে খ্রীষ্টের দ্বারা মানুষের পাপ মোচন করেছেন?

আমরা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত করার মধ্যে দিয়ে পাপের ক্ষমা পাই, ঈশ্বর তাঁকে পরিত্রাণ কর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছেন কারণ যীশু কখনও এতটুকু পাপ করেননি এবং সবসময়ই ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলেছেন। যীশুর মত হওয়ার জন্য চেষ্টা করলে, ঈশ্বর আমাদের প্রতিসন্তুষ্ট থাকেন এমনকি আমাদের অযোগ্যতার ফলে যখন আমরা কোন ভুল করি তখন ও তিনি আমাদের ক্ষমা করে থাকেন। *"পরস্পর ক্ষমা করো, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন"।* (ইফিষীয় ৪:৩২)

৩৯। যীশু কি ধরনের আত্মত্যাগ দেখিয়েছিলেন?

যীশু তাঁর আত্মত্যাগ দ্বারা দেখিয়েছেন তিনি সবসময়ই ঈশ্বরের আদেশ মান্য করতে প্রস্তুত, এমনকি যদি তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণও করতে হয়। ঈশ্বর যীশুর বাধ্যতার কারণে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, যদি আমরা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে চলি, তবে আমরাও ঈশ্বরের নিকটে থাকি। *"কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্বে দূরবর্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছ"।* (ইফিষীয় ২:১৩)

খ্রীষ্টের পুনরুত্থান
(The Resurrection of Christ)

৪০। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর যীশু খ্রীষ্টের জীবনে কি ঘটেছিল ?

ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর, তাঁর মৃতদেহ ক্রুশ থেকে নামিয়ে যোষেফ অরিমাথিয়ার কবরে রাখা হয়েছিল। *"তাহাতে যোষেফ দেহটি লইয়া পরিষ্কার চাদরে জড়াইলেন এবং আপনার নূতন কবরে রাখিলেন- যাহা তিনি শৈলে খুদিয়াছিলেন- তার কবরের দ্বারে একখানি বড় পাথর গড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন"*। (মথি ২৭:৫৯-৬০)

৪১। কবরে শ্বায়িত হবার পর যীশুর জীবনে কি ঘটেছিল?

ঈশ্বর তৃতীয় দিনে সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশুকে কবর থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। *"সেই সময় অবধি যীশু আপন শিষ্যদিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাকে যিরূশালেমে যাইতে হইবে.... অনেক দুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ও হত হইতে হইবে, আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে"*। (মথি ১৬:২১)

৪২। ঈশ্বর যীশুকে কেন মৃত্যু হতে উত্থিত করিলেন?

ঈশ্বর যীশুকে কবর থেকে উঠিয়েছিলেন কারণ যীশু তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিটি বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ছিলেন এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্রুশের যাতনা মেনে নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি সারাজীবনে এতটুকু পাপ করেননি, সুতরাং ঈশ্বর তাঁকে কবরে পচে যেতে দেন নি। *"ঈশ্বর মৃত্যু-যন্ত্রণা মুক্ত করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়াছেন; কারণ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে মৃত্যুর সাধ্য ছিল না"* (প্রেরিত ২:২৪)

৪৩। মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবার পর যীশুর কি ধরণের পরিবর্তন হয়?

পুনরুত্থিত হবার পর যীশু অমরত্ব লাভ করেন, এর অর্থ যীশু আর মৃত্যুবরণ করবেন না। *"আমি মরিয়াছিলাম, আর দেখ, আমি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, আর মৃত্যু ও পাতালের চাবি আমার হস্তে আছে"*। (প্রকাশিত বাক্য ১:১৮)

৪৪। আমরাও কি অমরত্ব লাভ করতে পারি?

হ্যাঁ, আমরা যদি ঈশ্বর ও যীশুর আদেশ, উপদেশ মেনে চলি তাহলে তাঁর মতই হবো, মৃত্যু থেকে উত্থিত হয়ে অমরত্ব লাভ করবো। *"আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রের মধ্যে আছে"।* (১ম যোহন ৫:১১)

৪৫। "খ্রীষ্টকে মৃতগণের প্রথমজাত বলা হয়" ইহার অর্থ কি?

"মৃতগণের প্রথমজাত" এর অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টই হচ্ছেন প্রথম যাঁকে উঠিয়ে ঈশ্বর অনন্ত জীবন দেন। *"আর তিনিই (খ্রীষ্ট) দেহের অর্থাৎ মন্ডলীর মস্তক, তিনি আদি, মৃতগণের মধ্যে হইতে প্রথমজাত, যেন সর্ববিষয়ে তিনি অগ্রগণ্য হন"।* (কলসীয় ১:১৮)

৪৬। যীশু খ্রীষ্টেতে যারা বিশ্বাস করে তাদের জীবনে কি ঘটে?

যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থিত হওয়ার কারণে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর নামে বাপ্তাইজিত হয়, বিশ্বস্তভাবে তাঁকে অনুসরন করে চলে, তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন তখন তারা কবর থেকে উঠবে, বিচারিত হবে, অতঃপর অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। *"আর অল্পকাল গেলে জগৎ আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তোমরা দেখিতে পাইবে, কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকিবে"।* (যোহন ১৪:১৮)

খ্রীষ্টের উর্দ্ধগমন (Christ's Ascension)

৪৭। পুনরুত্থিত হয়ে কতদিন যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং কি করেছিলেন?

যীশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থানের পর ৪০ (চল্লিশ) দিন এই পৃথিবীতে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে অবস্থান করে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কিত বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। *"তাঁহাদের নিকটে নিজেকে জীবিত দেখাইলেন, ফলতঃ চল্লিশ দিন যাবৎ তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন, এবং ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় নানা কথা বলিলেন"।* (প্রেরিত ১:৩)

৪৮। পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর খ্রীষ্টের কি হয়েছিল?

পুনরুত্থিত হবার চল্লিশ দিন পর শিষ্যগণ দেখিলেন তিনি উর্দ্ধে নীত হয়ে স্বর্গারোহন করিলেন। *"এই কথা বলিবার পর তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন, এবং একখানি মেঘ তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিল"* (প্রেরিত ১:৯)

৪৯। এই সময় প্রেরিতগণের নিকটে কে উপস্থিত হইলেন এবং কি বলিলেন?

সাদা বস্ত্র পরিহিত দুইজন স্বর্গদূত শিষ্যদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলিলেন তোমরা যীশুকে যেইভাবে স্বর্গে নীত হতে দেখিলে ঠিক একই ভাবে তাঁকে একদিন ফিরতে দেখিবে। *"তিনি যাইতেছেন... এমন সময়ে দেখ, শুক্লবস্ত্র পরিহিত দুই জন পুরুষ তাঁহাদের নিকটে দাঁড়াইলেন; আর তাঁহারা কহিলেন, হে গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন"।* (প্রেরিত ৩১:১০-১১)

খ্রীষ্টের মহাযাজকত্ব (The Priesthood of Christ)

৫০। স্বর্গে কি ধরনের কাজ করে চলছেন যীশু খ্রীষ্ট?

যীশু একজন মহযাজক হিসেবে পৃথিবীস্থ তাঁর অনুসারীদের পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তাদের প্রার্থনা, অনুনয় ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করে চলেছেন। *"ভাল আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি"* (ইব্রীয় ৪:১৪)। *"কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য, খ্রীষ্ট যীশু"* (১ম তীমথিয় ২:৫-৬)

সুসমাচার প্রচার (Preaching the Gospel)

৫১। যীশু খ্রীষ্ট কি তাঁর শিষ্যদের কোন কাজ করার নির্দেশ দেন?

হ্যাঁ, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নিদের্শ দেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের প্রতিটি মানুষের কাছে যীশুর সুসংবাদ পৌছে দিতে এবং যারা সেই সংবাদকে বিশ্বাস করে তাদেরকে যেন জলে বাপ্তাইজিত করে। *"আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর, যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে"*। (মার্ক ১৬:১৫-১৬)

৫২। প্রেরিতগণ কি সেই নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন?

হ্যাঁ, প্রেরিতগণদের কার্যাবলী নূতন নিয়মের প্রেরিতদের বিবরণে সেই বিষয় লিপিবদ্ধ আছে।

৫৩। প্রেরিতগণ কোথায় কোথায় সুসমাচার প্রচার করেছিলেন?

তাঁরা ইস্রায়েল দেশের যিরূশালেম শহরে প্রথমতঃ সুসমাচার প্রচার শুরু করেন, তাঁরা সমগ্র ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বাসীগণদের বাপ্তাইজিত করেন, পিতর এবং পৌল যথেষ্ট কাজ করেন। *"এই সকল কার্য সম্পন্ন হইলে পর পৌল আত্মায় সঙ্কল্প করিলেন যে, তিনি মাকিদনিয়া ও আখায়া যাইবার পর যিরূশালেমে যাইবেন, তিনি কহিলেন, তথায় যাইবার পর আমাকে রোম নগরও দেখিতে হইবে"*। (প্রেরিত ১৯:২১)।

খ্রীষ্টের দ্বীতিয় আগমন
(The Second Coming of Christ)

৫৪। আমরা এত নিশ্চিত কেন যে, যীশু স্বর্গ থেকে ফিরবেন?

নিশ্চিত এই কারণে যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি স্বর্গ থেকে অবশ্যই ফিরে আসবেন, এবং পরবর্তীতে স্বর্গ থেকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণে নিশ্চিত করে সংবাদ পাঠিয়েছেন। *"আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে, তোমরাও সেখানে থাক"।* (যোহন ১৪:৩) *"দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি, এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্তী...."*। (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)

৫৫। আরও অন্য কেউ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় ফিরে আসবেন?

হ্যাঁ, ঈশ্বরের দূতগণ এবং বিশেষ বিশেষ প্রেরিতদের প্রতিজ্ঞা যে, যীশু খ্রীষ্ট পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। *"তোমাদের নিমিত্তে পূর্বনিরূপিত খ্রীষ্টকে, যীশুকে, তিনি যেন প্রেরণ করেন"।* (প্রেরিত ৩:২০) *"আর তাঁহারা কহিলেন, হে, গালীলীয়গণ, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে উর্ধ্বে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমন করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন"* (প্রেরিত ১:১১)

পুনরুত্থান, দায়ভার এবং বিচার
(Resurrection, Responsibility & Judgement)

৫৬। খ্রীষ্টের পুনঃআগমনে প্রথমেই তিনি কি করবেন?

যীশু যখন দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবেন প্রথমেই তিনি বিচার কার্য সম্পাদন করবার জন্য দায়িত্বশীল লোকদের একত্রিত করবেন, মৃতদেরকে কবর থেকে ওঠাবেন, জীবিতদের সমবেত করবেন। *"আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে, এবং যিনি জীবিত ও মৃতগণের বিচার করিবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তির দোহাই....."*। (২য় তীমথিয় ৪:১)

৫৭। পুনরুত্থিত শব্দের অর্থ কি?

পুনরুত্থান শব্দের অর্থ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া। *"আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে"* (দানিয়েল ১২:২)

৫৮। কাদের জন্য বিচার কার্য সম্পন্ন হবে?

সকল মনুষ্যগণই যারা ঈশ্বরের আদেশ/আজ্ঞা সম্পর্কে জেনেছে, তারা পালন করেছে অথবা না করেছে। *"যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, এবং আমার কথা গ্রহণ না করে, তাহার বিচারকর্তা আছে, আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহাই শেষ দিনে তাহার বিচার করিবে"।* (যোহন ১২:৪৮)

৫৯। এমন কেউ কি থাকবে যাদের কোন দায়ভার নেই?

অবশ্যই এমন অনেক লোক থাকবে যারা কখনও ঈশ্বর বা তাঁর আদেশ/আজ্ঞাসমূহ, পাপীমনুষ্যদের পরিত্রাণের পরিকল্পনার বিষয়ে শোনেনি বা জানে না। *"ব্যবস্থা তো ক্রোধ সাধন করে, কিন্তু যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও নাই"* (রোমীয় ৪:১৫) *"আমি যদি না আসিতাম, ও তাহাদের কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদের পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায় নাই"* (যোহন ১৫:২২)

৬০। কোন দায়িত্বপূর্ণ লোকগণ খ্রীষ্ট দ্বারা অবশ্যই বিচারিত হবে?

দায়ভার প্রাপ্ত বিশ্বাসীগণ মান্য করে তবে তিনি তাদের পুরষ্কৃত করিবে, আর যদি আমান্য করে তবে শাস্তি যোগ্য হবে, এটাই খ্রীষ্টের একমাত্র আজ্ঞা। *"কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য ইউক, কি অসৎকার্য হউক, প্রত্যেকেই আপনার কৃত কার্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জিত ফল পায়"।* (২য় করিন্থীয় ৫:১০)

৬১। যারা দায়ভার প্রাপ্ত নয় তাদের কি হবে?

যারা দায়িত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় না। তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষ তাদেরকে ভুলে যায়, এমনকি কখনও তাদের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। *"যে মনুষ্য ঐশ্বর্যশালী অথচ অবোধ, সে নশ্বর পশুদের সদৃশ"।* (গীত ৪৯:২০)। *"মৃতেরা আর জীবিত হইবে না, প্রেতগণ আর উঠিবে না, এই জন্য তুমি প্রতিফল দিয়া উহাদিগকে সংহার করিয়াছ, উহাদের নাম পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে"।* (যিশাইয় ২৬:১৪)

৬২। দায়িত্বপূর্ণ লোকদের মধ্যে যারা ধার্মিক গনিত হবে তারা খ্রীষ্টের কাছে থেকে কি পুরষ্কার পাবে?

যারা ধার্মিক বলে গণিত হবে, অর্থাৎ বিশ্বস্তভাবে যীশুকে অনুসরণ করেছে, খ্রীষ্ট তাদের অনন্ত জীবন দেবেন, যে জীবনের আর কোনদিন মৃত্যু হবে না। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ক্ষমতা দ্বারা মূহুর্তের মধ্যে মরনশীল দেহ অমরনশীল তায় পরিবর্তিত হবে। *"দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব..... মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে, কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে....."* (১ম করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২)। *"তিনি তো প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কার্যানুযায়ী ফল দেবেন, সৎক্রিয়ায় ধৈর্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন"।*

(রোমীয় ২:৬-৭)

৬৩। খ্রীষ্ট যাদেরকে গ্রহণ বা স্বীকার করবেন না তাদের কি হবে?

খ্রীষ্ট যে সব লোকদের তাঁর রাজ্যে স্বীকার করবেন না, তারা লজ্জিত হয়ে খ্রীষ্টের সামনে থেকে চলে যাবে এবং বিচারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাই তাদেরকে ভোগ করতে হবে, তারা পুনরায় মৃত্যুবরণ করবে। *"সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে, তখন তোমরা দেখিবে, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন, আর তোমাদিগকে বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে"*। (লূক ১৩:২৮)

ঈশ্বরের রাজ্য (The Kingdom of God)

৬৪। ঈশ্বরের রাজ্য কি বা কাকে বলে?

এটা হচ্ছে অনন্ত কাল স্থায়ী এক রাজ্য যেটা ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই স্থাপন করবেন, যার ফলে পৃথিবীস্থ সকল রাজ্য ও ক্ষমতা, সরকার দূরীভূত হবে। *"আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন, সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে।"* (সখরিয় ১৪:৯) *"আর রাজগণের সিংহাসন উল্টাইয়া ফেলিব, জাতিগণের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করিব, রথ ও রথারোহীদিগকে উল্টাইয়া ফেলিব, এবং অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ আপন আপন ভ্রাতার খড়্গে পতিত হইবে"*। (হগয় ভাববাদী ২:২২)

৬৫। কে ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা হবে?

যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের রাজ্যের রাজা হবেন। *"পরে সপ্তম দূত তূরী বাজাইলেন, তখন স্বর্গে উচ্চরবে এইরূপে বাণী হইলো, 'জগতের রাজ্য আমাদের প্রভুর ও তাঁহার খ্রীষ্টের হইল, এবং তিনি যুগপর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন'।"* (প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)।

৬৬। খ্রীষ্ট কি একাই সেই রাজ্যে রাজত্ব করিবেন? অথবা আরও অনান্যরা রাজত্ব করিবেন?

সাধুগণও খ্রীষ্টের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে রাজত্ব করিবেন। *"অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ (সাধুগণ) জগতের বিচার করিবেন? আর জগতের... ?"* (১ম করিন্থীয় ৬:২)। *"এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশে তাহাদিগকে রাজা ও যাজক করিয়াছে; আর তাঁহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবেন"।* (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)

৬৭। সাধু বা পবিত্রগণ কাদেরকে বলে?

সাধু বা পবিত্র (Saint) শব্দের অর্থ ঈশ্বর দ্বারা যিনি পৃথক হয়েছেন, সুসমাচারে বিশ্বাস করে অবনত থেকে যীশু খ্রীষ্টতে বিশ্বস্তভাবে, অনুসরন করে জীবন কাটিয়েছেন। *"করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মন্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে..."* (১ করিন্থীয় ১:২)

৬৮। ঈশ্বর কি পূর্বে কখনও পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন?

হ্যাঁ, রাজা দায়ূদ এবং শলোমনের রাজত্ব কালে ইস্রায়েল দেশে ঈশ্বরের রাজ্যত্ব ছিল। *"তাহাতে শলোমন আপন পিতা দায়ূদের পদে রাজা হইয়া সদাপ্রভুর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, ও কৃতকার্য হইলেন"* (১ বংশাবলী ২৯:২৩)।

৬৯। ঈশ্বরের সেই রাজ্যটির কি দশা হয়েছিল?

ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতার কারণে, ঈশ্বর তাঁর সেই রাজ্যটি ধ্বংস করেন। *"আমি বিপর্যয়, বিপর্যয়, বিপর্যয় করিব, যাহা আছে, তাহাও থাকিবে না, যাবৎ তিনি না আইসেন, যাঁহার অধিকার; আমি তাঁহাকে দিব"।* (যিহিষ্কেল ২১:২৭)।

৭০। ভবিষ্যতের ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে অতীতের রাজ্যের কি কোন সম্পর্ক আছে?
হ্যাঁ, ইস্রায়েলের রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে, মুখ্য হবে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ রাজ্য সমস্ত পৃথিবী ঘিরে রাখবে সেই রাজ্যটিকে। *"আর তিনি জাতিগণের নিমিত্ত পতাকা তুলিবেন, ইস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও পৃথিবীর চারি কোণ হইতে যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন"*। (যিশাইয় ১১:১২)

৭১। ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ রাজ্যটির রাজধানী কোথায় হবে?
ঈশ্বরের আগামী রাজ্যটির রাজধানী হবে যিরূশালেম অতীতের 'দায়ূদনগর'। *"...কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরূশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে"*। (মীখা ৪:২)।

অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব যিহূদী জাতির 'পিতা'

(Abraham, Isaac & Jacob the `Fathers' of the Jewish nation)

৭২। অব্রাহাম কে ছিলেন, যাঁকে অব্রামও বলা হয়?
ঊর নামক কলদীয় নগরে অব্রাহামের আদিনিবাস ছিল, এবং পরবর্তীতে হারণ নগরে, অবশেষে ৭৫ বছর বয়সে ঈশ্বর তাঁকে কনান দেশে গিয়ে বসবাস করতে বলেন। *"সদাপ্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈতৃক বাটী পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই, সেই দেশে চল"*। (আদি পুস্তক ১২:১)।

৭৩। ঈশ্বর কেন অব্রাহামকে কনানে যাবার আদেশ দেন?
কারণ তাঁর পরিবার একটি মহান জাতিতে পরিনত হবে, এবং অব্রাহামের এক বংশধর পৃথিবীস্থ সকল জাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ হবেন। *"আমি তোমা হইতে এক মাহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব; তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব; যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; এবং তোমাতে ভূমন্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে"* (আদি পুস্তক ১২:২-৩)।

৭৪। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কনান দেশে তিনি এবং তাঁর বংশধরেরা চিরকালের জন্য বসবাস করবে। *"কেননা এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে (অব্রাহামকে) ও যুগে যুগে তোমার বংশদের দিব"* (আদি পুস্তক ১৩:১৫)।

৭৫। অব্রাহামের বংশধর কাদেরকে বলা হয়?

অব্রাহামের বংশধর হচ্ছেন, তাঁর সন্তানগণ এবং যেটার পূর্ণ হয়েছে যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, অতঃপর যে সকল বিশ্বাসী খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হয়। *"ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাঁহার বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল উক্ত হইয়াছিল। তিনি বহুবচনে 'আর বংশ সকলের প্রতি' না বলিয়া, একবচনে বলেন, "আর তোমার বংশের প্রতি"; সেই বংশ খ্রীষ্ট।"* (গালাতীয় ৩:১৬)।

৭৬। ঈশ্বর কিভাবে দেখিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন?

ঈশ্বর অব্রাহমের সাথে একটি চুক্তি করেন যে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনও ভুলবেন না। *"সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া কহিলেন, আমি মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম।"* (আদি পুস্তক ১৫:১৮)।

৭৭। ঈশ্বর কি একই প্রতিজ্ঞা বা নিয়ম অব্রাহাম ছাড়া অন্য কারোর কাছে করেছিলেন?

হ্যাঁ, ঈশ্বর অব্রাহামের পুত্র ইস্হাক এবং ইস্হাকের পুত্র যাকোবের কাছেও করেছিলেন। *"সেই নিয়ম তিনি অব্রাহামের সহিত করিলেন, সেই শপথ ইস্হাকের কাছে করিলেন, তিনি তাহা যাকোবের জন্য বিধি বলিয়া, ইস্রায়েলের জন্য চিরকালীন নিয়ম বলিয়া দাঁড় করাইলেন।"* (গীতসংহিতা ১০৫:৯-১০)।

৭৮। বিশ্বাসীগণ কি প্রতিজ্ঞাত ভূমি লাভ করেছে?

না, কেউই তাদের জীবদ্দশায় প্রতিজ্ঞাত ভূমির অধিকার পাননি সকল বিশ্বাসীগণই সেখানে বিদেশী হিসেবে বসবাস করে মৃত্যু বরণ করেছে। *"বিশ্বাসানুরূপে ইঁহারা সকলে মরিলেন, ইঁহারা প্রতিজ্ঞাকলাপের ফল প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া... পৃথিবীতে যে তাহারা বিদেশী ও প্রবাসী, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন।"* (ইব্রীয় ১১:১৩)।

৭৯। ঈশ্বর কি অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা রাখবেন?

হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর দেয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন। যখন প্রভু যীশু রাজা হিসাবে পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন তখন তিনি কবর থেকে অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবকে কবর থেকে উত্তলোন করে ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার দেবেন। *"সেই স্থানে রোদন ও দণ্ডঘর্ষণ হইবে; তখন তোমরা দেখিবে অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সকলেই ঈশ্বরের রাজ্যে রহিয়াছেন...।"* (লূক ১৩:২৮)।

মিশরে ইস্রায়েলীয়গণ (Israel in Egypt)

৮০। যাকোবের জীবদ্দশায় তাঁর সন্তানগণের কি অবস্থা হয়েছিল?

প্রথমত: ঈশ্বর যাকোবের নাম পরিবর্তন করে 'ইস্রায়েল' রাখেন, পরবর্তীতে যাকোব ও তাঁর সন্তানেরা এক চরম দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে মিশর দেশে যান। *"তখন তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার ঈশ্বর; তুমি মিশরে যাইতে ভয় করিও না, কেননা আমি সেই স্থানে তোমাকে বৃহৎ জাতি করিবো।"* (আদি পুস্তক ৪৬:৩)।

৮১। ইস্রায়েলীয়রা কি মহান জাতিতে পরিনত হয়েছিল?

হ্যাঁ, ইস্রায়েলীয়রা একটি মহা জাতিরূপে পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু মিশরের নূতন রাজা তাদেরকে দাসত্বে পরিনত করেছিল, অনেক ভোগান্তির পর তাদের নূতন নেতা মোশী ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশর দেশ থেকে বের করে নিয়ে আসে। *"আর মিসরীয়েরা নির্দয়তাপূর্বক ইস্রায়েল সন্তানদিগকে দাস্যকর্ম করাইল, তাহারা কর্দম, ইষ্টক ও ক্ষেত্রের সমস্ত কার্যে কঠিন দাস্যকর্ম দ্বারা উহাদের প্রাণ তিক্ত করিতে লাগিল। তাহারা উহাদের দ্বারা যে যে দাস্যকর্ম করাইত, সেই সমস্ত নির্দয়তাপূর্বক করাইত।"* (যাত্রা পুস্তক ১:১৩-১৪)।

৮২। ঈশ্বর কিভাবে মোশীকে ইস্রায়েলীয়দের উদ্ধারে সাহায্য করেন?

ঈশ্বর মিশরীয়দের উপর দশটি আঘাত আনায় তারা বাধ্য হয়ে ইস্রায়েলীয়দের মিশর দেশ থেকে বের হওয়ার অনুমিত দেয়। *"তখন রাত্রিকালেই ফৌরণ মোশী ও হারোণকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমরা উঠ, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে লইয়া আমার প্রজাদের মধ্য হইতে বাহির হও, তোমরা যাও, তোমরা গিয়া তোমাদের কথানুসারে সদাপ্রভুর সেবা কর।"* (যাত্রা পুস্তক ১২: ৩১)।

৮৩। নিস্তার পর্ব কাকে বলা হয়?

নিস্তার পর্ব হচ্ছে দশম আঘাত। দশম আঘাতটিকে এই জন্য একটি উৎসব হিসেবে উদযাপন করে ইস্রায়েল সন্তানগণ স্মরন করে যে, ঈশ্বর প্রথম জাতের হত্যা (দশম আঘাত) হতে ইস্রায়েলীয়দের ঘরকে অতিক্রম করে তাদের প্রথম জাতকে নিস্তার বা রক্ষা করেন এবং মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেন। *"তোমরা কহিবে, ইহা সদাপ্রভুর উদ্দেশে নিস্তার পর্বের যজ্ঞ, মিশরীয়দিগকে আঘাত করিবার সময়ে তিনি মিশরে ইস্রায়েল-সন্তানদের গৃহ সকল ছাড়িয়া অগ্রে গিয়াছিলেন। আমাদের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন"* (যাত্রা পুস্তক ১২:২৭)।

৮৪। ইস্রায়েলীয়রা কোথায় গিয়েছিলেন?

ঈশ্বরের সাহায্যে ইস্রায়েলীয়রা লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে, প্রান্তর পরিক্রম করে, সীনয় পর্বতের তলদেশে অবস্থান করে যেখানে তাদের জন্য ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দেন। *"মিশর দেশ হইতে ইস্রায়েল-সন্তানদের বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসে, (প্রথম) দিনেই তাহারা সীনয় প্রান্তরে উপস্থিত হইল।"* (যাত্রা পুস্তক ১৯:১)।

প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানগণ

(Israel in the Wilderness)

৮৫। ঈশ্বর প্রান্তরে কিভাবে ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনা করেন?

প্রান্তরে ইস্রায়েল সন্তানদের পরিক্রমা কালে ঈশ্বর দিনে মেঘস্তম্ভ এবং রত্রিতে অগ্নিস্তম্ভ করে তাদেরকে সঙ্গ এবং পরিচালনা দান করেন। *"আর সদাপ্রভু দিবাতে পথ দেখাইবার জন্য মেঘস্তম্ভে থাকিয়া, এবং রাত্রিতে দীপ্তি দিবার জন্য অগ্নিস্তম্ভে থাকিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেন, যেন তাহারা দিবারাত্র গমন করিতে পারে।"* (যাত্রা পুস্তক ১৩:২১)।

৮৬। ইস্রায়েল সন্তানগণ কি ঈশ্বরের আজ্ঞায় বাধ্য ছিলেন?

না, ইস্রায়েল সন্তানগণ সবসময় ঈশ্বরের আজ্ঞায় বা ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ছিল না। তারা স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎসের পূজা করতো এবং তারা তাদের নেতাদের কুৎসা ও বিপক্ষে বলতো। *"পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকট একত্র হইয়া তাঁহাকে কহিল, উঠুন আমাদের অগ্রগামী করিবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন..."* (যাত্রা পুস্তক ৩২:১)। *"সেই স্থানে মন্ডলীর জন্য জল ছিল না; তাহাতে লোকেরা মোশির ও হারোণের প্রতিকূলে একত্র হইল"* (গণনা পুস্তক ২০:২)।

৮৭। প্রান্তরে এক সময় বারজন গুপ্তচরকে প্রতিজ্ঞাত ভূমি প্রদর্শন করতে পাঠানো হয় তারা কি দেখেছিল?

অসংখ্য দৈত্যকার লোকে পূর্ণ, দশজন ভেবে নিয়েছিল তাদেরকে নিয়ন্ত্রন করা ইস্রায়েল সন্তানগণের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ তারা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, কিন্তু মাত্র দুজন গুপ্তচর যিহোশুয় ও কালেব বলেছিল ঈশ্বর তাদেরকে প্রতিজ্ঞাত ভূমি দখলে সাহায্য করবেন। *"কিন্তু তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না, ও সেই দেশের লোকদিগকে ভয় করিও না... তাহাদের আশ্রয়-ছত্র তাহাদের উপর হইতে নীত হইল, কেননা সদাপ্রভু আমাদের সহবর্তী; তাহাদিগকে ভয় করিও না।"* (গণনা পুস্তক ১৪:৯-১০)।

৮৮। ঈশ্বর কি করিয়াছিলেন?

ঈশ্বরের প্রতি ইস্রায়েল সন্তানগণের বিশ্বাসহীনতা জেনে ঈশ্বর তাদেরকে ৪০ বছর যাবত প্রান্তরে ঘুরিয়েছিলেন। *"কাহাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাহাদের প্রতি কি নয়, যাহারা পাপ করিয়াছিল, যাহাদের শব প্রান্তরে পতিত হইল? তিনি কাহাদের... "ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না"। অবাধ্যদের বিরুদ্ধে কি নয়? ইহাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না।"* (ইব্রীয় ৩:১৭-১৯)।

৮৯। মোশি কি প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশ করেছিলেন?

না, মোশিও প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেন নি, যাই হোক, ঈশ্বর মোশির প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে নিভৃতস্থানে কবর দেন। *"তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যনুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎ-পিয়োরের... তাঁহাকে কবর দিলেন কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না"* (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৫-৬)

৯০। কারা প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশ করতে পেরেছিল?

কালেব ও যিহোশূয় ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুচর এবং তাদের সঙ্গে বিশ বছর বয়সী ইস্রায়েল সন্তানগণ, যাদের জন্ম হয়েছিল প্রান্তর পরিক্রমাকালে। *"এই প্রান্তরে তোমাদের শব পতিত হইবে... গণিত বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক তোমরা যে সমস্ত... সেই দেশে প্রবেশ করিবে না, কেবল... কালেব ও... যিহোশূয় প্রবেশ করিবে।"* (গণনা পুস্তক ১৪:২৯-৩০)।

কনান দেশ বিজয় (The Conquest of Canaan)

৯১। মোশীর পরে ইস্রায়েলীয়দেরকে কে নেতৃত্ব দেন এবং কি করেন?

মোশীর মৃত্যুর পর যিহোশূয় নেতৃত্ব দেন। ঈশ্বরের সাহায্যে তিনি এবং ইস্রায়েল সন্তানগণ জর্দন নদী পার হয়ে জিরীহো নগর এবং অন্যান্য নগর দখল করে কনান দেশ তাদের দখলে নেন। *"তখন যিহোশূয় লোকদের অধ্যক্ষগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা শিবিরের মধ্যকার লোকদের বল, তোমরা আপনাদের জন্য পাথেয় সামগ্রী প্রস্তুত কর, কেননা ঈশ্বর... অধিকারার্থে যেই দেশ দিতেছেন, সেই দেশে প্রবেশ... অধিকার করিবার জন্য তিন দিনের মধ্যে এই যর্দন নদী পার হইতে হইবে।"* (যিহোশূয়ের পুস্তক ১:১০-১১)।

৯২। জিরীহো নগরে কেউ কি যিহোশূয় কর্তৃক রক্ষা পায়?

হ্যাঁ, রাহব বেশ্যা এবং তার পরিবারকে তিনি রক্ষা করেন কারণ, রাহব ঈশ্বরে অতিশয় বিশ্বস্ত ছিলেন এবং যিহোশূয়ের দুজন গুপ্তচরকে ঝুঁকি নিয়েও সাহায্য করেন। *"বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা, শান্তির সহিত চরদের অভ্যর্থনা করাতে, অবাধ্যদের সহিত বিনষ্ট হইল না।"* (ইব্রীয় ১১:৩১)।

৯৩। মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েলীয়দের জন্যে যিহোশূয়ের শেষ বাক্য কি ছিল?

মৃত্যুর পূর্বে যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন, *"যদি সদাপ্রভুর সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর; নদীর ওপারস্থ... দেবগণ... যাহাদের দেশে... সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হয় হউক, কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব।"* (যিহোশূয় ২৪:১৫)।

ইস্রায়েল বিচারকর্তৃগণের তত্ত্বাবধানে
(Israel under the Judges)

৯৪। বিচারকর্তৃগণ কারা ছিলেন?

বিচারকর্তৃগণ ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিরা, ইস্রায়েল যখন একটি জাতি হিসেবে কনান দেশে পরিচিতি পায় তখন তারা কতৃত্বাধীন ছিল। *"আর সদাপ্রভু যখন তাহাদের জন্য বিচারকর্তা উৎপন্ন করিতেন, তখন সদাপ্রভু বিচারকর্তার সঙ্গে... জীবনকালে শত্রুদের হস্ত হইতে তাহাদের নিস্তার করিতেন, কারণ... তাড়নাকারীদের সমক্ষে তাহাদের কাতরোক্তি প্রযুক্ত সদাপ্রভু করুণাবিষ্ট হইতেন।"* (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২:১৮)।

৯৫। বিচারকর্তৃগণের নাম কি কি ছিল?

বিচারকর্তৃগণের মধ্যে কিছু জনের নাম ছিল, গিদিয়োন, দবোরা (বারকের সঙ্গী ছিলেন), শিম্‌শোন, যিপ্তহ, অৎনিয়েল ও শম্‌গর।

৯৬। ইস্রায়েলীয়রা কি সব সময়ই বিচার কর্তাদের মান্য করেছে?

না, অনেকবারই বিচারকর্তৃগণকে অমান্য, অসম্মনিত করেছে এবং যার কারণে তারা ঈশ্বরের শাস্তিও ভোগ করেছে। *"ইস্রায়েল-সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ... বালদেবগণের পূজা করিতে লাগিল... তাহাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের... চর্তুদিকস্থ লোকদের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রনিপাত করিত, ইহাতে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হইল তিনি তাহাদিগকে লুটকারীদের হস্তে চর্তুদিকস্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদের বিক্রয় করিলেন... সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না।"* (বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ২:১১-১৪)।

৯৭। কতদিন বিচারকর্তৃগণের স্থায়ীত্ব ছিল এবং কে শেষ বিচারক ছিল?

বিচারকর্তৃগণ ইস্রায়েলের বিচারাসনে প্রায় সাড়ে চারশো বছর ছিলেন, শেষ বিচারক ছিলেন শমূয়েল। *"এইরূপে কমবেশী চারি শত পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, তাহার পর তিনি (ঈশ্বর) শমূয়েল ভাববাদীর সময় পর্যন্ত বিচারকর্তৃগণ দিলেন"* (প্রেরিত ১৩:১৯-২০)।

ইস্রায়েলের পূর্ণাঙ্গ জাতিতে পরিনত

(Israel becomes a Nation)

৯৮। কেন ইস্রায়েল জাতি বিচারকের পরিবর্তে রাজা দাবী করে?

কারণ ইস্রায়েল তাদের পাশ্ববর্তী দেশের মত নিজেদেরকে দেখতে চায় তাই তারা বিচারকের পরিবর্তে দেশের রাজা চায়। *"তথাপি লোকেরা শমূয়েলের বাক্যে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়া কহিল, না, আমাদের উপরে এক জন রাজা চাই... আমরাও আর সকল জাতির সমান হইব এবং... যুদ্ধ করিবেন"* (১ম শমূয়েল ৮:১৯-২০)।

৯৯। ইস্রায়েলের প্রথম রাজা কে ছিলেন? তিনি কেমন ছিলেন?

শৌল ছিলেন প্রথম রাজা। তিনি দীর্ঘাকার এবং সুপুরুষ ছিলেন। এই জন্য ইস্রায়েলীয়রা তাঁকে রাজা হিসাবে পছন্দ করতো কিন্তু তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বস্ত এবং অবাধ্য ছিলেন। *"আমি (ঈশ্বর) শৌলকে রাজা করিয়াছি বলিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে, যেহেতু সে আমার অনুগমন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, আমার বাক্য পালন করে নাই।"* (১ম শমূয়েল ১৫:১১)।

১০০।ঈশ্বর কাকে শৌলের স্থানে রাজা করেন এবং কেন করেন?

দায়ূদ একজন মেষপালক, কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি অতিশয় বিশ্বস্ত ও বাধ্য ছিলেন। *"পরে তিনি তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া রাজা... দায়ূদকে... যাঁহার পক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, 'আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পাইয়াছি, সে আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করিবে'।"* (প্রেরিত ১৩:২২)।

দায়ূদের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম (চুক্তি)
(God's Covenant or Agreement with David)

১০১। ঈশ্বর দায়ূদের সাথে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

একই প্রতিজ্ঞা যেটা ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের কাছে করেছিলেন, সেটা তিনি দায়ূদের কাছে করেছিলেন এবং আরও বলেছিলেন যে, দায়ূদের বিশেষ ভবিষ্যতের বংশধর তাঁর রাজ্য শাসন করবে এবং কনান দেশে চিরতরে বসবাস করবে। *"তোমার দিন সম্পূর্ণ হইলে যখন তুমি আপন পিতৃলোকের সহিত নিদ্রাগত হইবে, তখন আমি তোমার পরে তোমার বংশকে (ভবিষ্যৎ), যে তোমার ঔরসে জন্মিবে তাঁহাকে স্থাপন করিব এবং তাঁহার রাজ্য সুস্থির করিব"* (২য় শমূয়েল ৭:১২)

১০২। দায়ূদের পুত্র শলোমন কি বিশেষ বংশধর, যে উত্তরাধিকারী হবে?

দায়ূদের পুত্র শলোমন প্রতিজ্ঞাত বংশধর নয়, যিনি চিরকাল রাজ্য শাসন করবেন, তাঁর রাজত্বের শেষ হবে তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে। একসময় শলোমন ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়, যার ফলে তার বংশধররা রাজ্য শাসনের অধিকার পায় না। *"অতএব সদাপ্রভু শলোমনকে কহিলেন, তোমার তো এই ব্যবহার, তুমি আমার নিয়ম ও আমার আদিষ্ট বিধি সকল পালন কর নাই, এই কারণ আমি অবশ্য তোমা হইতে রাজ্য চিরিয়া লইয়া তোমার দাসকে দিব"* (১ম রাজাবলী ১১:১১)।

১০৩। যীশু কিভাবে দায়ূদের বংশধর হিসেবে গণিত হন?

ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র মরিয়মের গর্ভজাত হন, মরিয়ম ছিলেন দায়ূদের বংশীয়, তাই যীশু ঈশ্বরের পুত্র তথা দায়ূদের বংশধর। *"তিনি [যীশু] মহান হইবেন, আর তাঁহাকে পরাৎপরের পুত্র বলা যাইবে, আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁহাকে দিবেন"* (লূক ১:৩২)।

রাজ্য বিভক্ত হয় (The Divided Kingdom)

১০৪।দায়ূদের পরে কে রাজা হন? তিনি কি ভাল রাজা ছিলেন?

শলোমন দায়ূদের পর রাজপদ পান। প্রথম প্রথম তিনি একজন জ্ঞানবান রাজা হিসেবে ইস্রায়েল শাসন করেন, পরবর্তীতে শলোমন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবাধ্য হন, অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য দুটি ভাগে বিভক্ত হয়, ইস্রায়েল ও যিহুদা নামে পরিচিত পায়। *"যাহা হউক, সমুদয় রাজ্য চিরিয়া লইব না, কিন্তু আমার দাস দায়ূদের জন্য ও আমার মনোনীত যিরূশালেমের জন্য তোমার পুত্রকে এক বংশ দিব"* (১ম রাজাবলী ১১:১৩)।

১০৫।ইস্রায়েল এবং যিহুদা রাজ্যে কি কি ঘটেছিল?

অনেক বছর ধরে ইস্রায়েল ও যিহুদা রাজ্য উত্তম ও মন্দ রাজা দ্বারা শাসিত হয়, অনেক মহান ভাববাদী যাঁরা সেই সময় সেখানে বসবাস করতেন তাঁরা, জাতির নেমে আসা ভাবী ধ্বংস সম্পর্কে যথেষ্ট সর্তকবাণী ও ভবিষ্যৎ বাণী ব্যক্ত করেন।

১০৬।কিভাবে ইস্রায়েল জাতি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়?

অনেক বছর ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে চলার কারণে আশূরীয় এবং বাবিলয়েরা ইস্রায়েলীয়দের (বর্তমানে যারা যিহুদী) দাস হিসেবে নিয়ে যায়।

১০৭।রাজ্য কি পুনঃস্থাপিত হয়?

ইস্রায়েল এবং যিহুদা রাজ্য কখনও সম্পূর্ণরূপে অতীতের মত পুনঃস্থাপিত হয় নাই। কিছু কিছু নগর তারা সংস্কার করে পুনঃগঠন করে কিন্তু ইস্রায়েলের অবকাঠামে ধ্বংসের চিহ্ন থেকেই যায়, এক সময়ে তাদের শত্রুদের কারণে যিহুদীগণ সারা পৃথিবীতে বিছিন্ন হয়ে পড়ে।

ইস্রায়েলীয়দের একত্রিকরন এবং ঈশ্বরের রাজ্য
(The Regathering of Israel and the Kingdom of God)

১০৮।ইস্রায়েল এবং যিহুদা কি কখনও সংযুক্ত হবে?

হ্যাঁ, দুটি রাজ্য পুনরায় একত্রিত হবে যীশু খ্রীষ্টের পুনঃ আগমনে। ঈশ্বর বলেছেন, তিনি সেসময় তাদেরকে একত্রিত করবেন এবং ইস্রায়েলীয়দের মাতৃভূমি তাদের দেবেন। *"আর তিনি জাতিগণের নিমিত্ত পতাকা তুলিবেন, ইস্রায়েলের তাড়িত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও পৃথিবীর চারি কোণ হইতে যিহুদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন।"* (যিশাইয় ১১:১২)।

১০৯।যিহুদীগণ কি নিজ মাতৃভূমি পুনরায় ফিরে পেয়েছে?

হ্যাঁ, আংশিকভাবে, ১৯৪৮ সনে ইস্রায়েল রাজ্য পুনঃভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অনেক যিহুদীগণ পৃথিবীর বিভন্ন প্রান্ত থেকে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। *"আর আমি [ঈশ্বর] তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব, আমি তাহাদিগকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না, তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন।"* (আমোষ ৯:১৫)।

১১০।যিহুদীদের পিতা ঈশ্বর এই বিশ্বাসে না অবিশ্বস্তভাবে তারা ফিরেছে?

যিহুদীগণ ঈশ্বরকে পিতা হিসাবে না বিশ্বাস করেই মাতৃভূমিতে ফিরেছে, যখন পুনরায় তাদের শত্রুগণ তাদেরকে প্রায়ই ধ্বংস করবে তখন তারা ঈশ্বরকে ডাকবে, নত হবে তিনি রাজাকে প্রেরণ করবেন। *"আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে, সেই রক্ষা পাইবে, কারণ সদাপ্রভুর বাক্যনুসারে সিয়োন পর্বতে ও যিরূশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকিবে এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন লোক থাকিবে, যাহাদিগকে সদাপ্রভু ডাকিবেন।"* (যোয়েল ২:৩২)।

১১১। যখন ইস্রায়েলীয়রা যীশুকে রাজা বলে মেনে নেবে তখনও কি তারা মোশীর আইনে মান্য করবে?

যখন ইস্রায়েলীয়গণ যীশুর রাজত্ব কালে পুনঃরুদ্ধার হবে তখন তাদের আর মোশীর আইন মেনে চলবার প্রয়োজন হবে না, ঈশ্বর তাদের জন্য এক নূতন আইন প্রবর্তন করবেন তাদের জন্য এবং তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। *"সদাপ্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসিতেছে যে সময়ে আমি ইস্রায়েল-কূলের ও যিহুদা-কূলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থাপন করিব"* (যিরমিয় ৩১:৩১)।

১১২। অন্য জাতি সকল কি ঈশ্বরের ভাবী রাজ্যের আশীর্বাদের অংশ হবে?

হ্যাঁ, যদিও ইস্রায়েল হবে প্রথম আশীর্বাদ প্রাপ্ত জাতি, তবুও খ্রীষ্টের রাজত্বকালে সকল জাতিরই আশীর্বাদ প্রাপ্তি মিলবে। *"আর তুমি (ইস্রায়েল) সত্যে, ন্যায়ে ও ধার্মিকতায় 'জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য' বলিয়া শপথ করিবে, আর জাতিগণ তাঁহাতেই আপনাদিগকে আশীর্বাদ করিবে, তাঁহারই শ্লাঘা করিবে"* (যিরমিয় ৪:২)।

"দেখ, তোমাদের সেই গৃহ... উৎসন্ন পড়িয়া রহিল... না বলিবে "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন", সেই সময় পর্যন্ত তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।" (লূক ১৩:৩৫)।

১১৩। নূতন ইস্রায়েল জাতির রাজ্যে কি ঘটবে বা কে রাজা হবে?

নূতন ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হবে, যাদের রাজা হবেন যীশু খ্রীষ্ট। *"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা যত জন আমার (যীশুর) পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে"* (মথি ১৯:২৮)

১১৪। দুহাজার বছর পূর্বে যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে অবস্থানকালে যিহুদীগণ যীশুকে তাদের রাজা মানতে অস্বীকার করে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনে যিহুদীরা কি তাঁকে রাজা বলে মানবে?

যীশুর পুনঃআগমনে যিহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করবে। তিনি সকল শত্রুদের হস্ত থেকে যিহুদীদের রক্ষা করবেন। সেই সময় তারা যীশুকে চিনবে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তখন যিহুদীরা তাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যীশুকে তাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা হিসবে গ্রহণ করবে। *"আর দায়ূদ-কুলের ও যিরূশালেম- নিবাসীদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তাহারা যাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার জন্য বিলাপ করিবে... হয়"* (সখরিয় ১২:১০)।

১১৫। ইস্রায়েলসহ অন্যান্য জাতি সকল কি যীশুর রাজত্বকালে মরনশীল হবে?

ইস্রায়েল সহ অন্যান্য জাতিগণ যীশুর রাজত্বকালেও মরনশীল থাকবে, শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্ট এবং সাধুগণ অমরশীলতা ধারণ করবে। *"সেই স্থান হইতে অল্প দিনের কোন শিশু কিম্বা অসম্পূর্ণায়ু কোন বৃদ্ধ [যাইবে] না; বরং বালকই এক শত বৎসর বয়ঃক্রমে মরিবে; এবং পাপী এক শত বৎসর বয়স্ক হইলে শাপাহত হইবে।"* (যিশাইয় ৬৫:২০)

১১৬। মৃত্যু কি চিরকাল অবধি পৃথিবীতে থাকবে?

না, মৃত্যু চিরকাল অবধি পৃথিবীতে থাকবে না। খ্রীষ্টের এক হাজার বছর রাজত্বের পর মৃত্যু চিরতরে পৃথিবী থেকে ধ্বংস হবে। *"আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না, শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না, কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।"* (প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)। *"সে ধন্য ও পবিত্র; তাহাদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হইবে, এবং সেই সহস্র বৎসর তাঁহার সহিত রাজত্ব করিবে"* (প্রকাশিত বাক্য ২০:৬)।

১১৭। যখন পৃথিবী থেকে মৃত্যু নিশ্চিহ্ন হবে পৃথিবীও কি ধ্বংস হবে?

না, মৃত্যু লুপ্ত হবার পরও পৃথিবী ধ্বংস হবে না, পৃথিবী চিরকালই থাকবে। কিন্তু পার্থক্য হবে যে, এই পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমা ও জ্যোতিতে এবং তাঁর নামে জয়ধ্বনিরত তাঁর বিশ্বস্ত লোকে পূর্ণ থাকবে। *"কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হইবে এবং শান্তির বাহুল্যে আমোদ করিবে।... সদাপ্রভু সিদ্ধদের দিন সকল জানেন, তাহাদের অধিকার চিরকাল থাকিবে।"* (গীত ৩৭:১১ ও ১৮)।

"এক পুরুষ চলিয়া যায়, আর এক পুরুষ আইসে। কিন্তু পৃথিবী নিত্যস্থায়ী।" (উপদেশক ১:৪)

পরিত্রাণের উপায় বা পথ (The Way of Salvation)

১১৮। আমাদের পরিত্রাণের একটি মাত্র পথটি কি?

ঈশ্বর একটি মাত্র পরিত্রাণের পথ রেখেছেন, সেটা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। *"যীশু তাহাকে বলিলেন, আমিই পথ ও সত্য ও জীবন, আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।"* (যোহন ১৪:৬)।

১১৯। কিভাবে আমরা পরিত্রাণের প্রত্যাশা করতে পারি?

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা ও আজ্ঞাসমূহে বিশ্বাস করে এবং যীশু খ্রীষ্টেতে বাপ্তাইজিত হয়ে, আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি বলে আশা করতে পারি। *"কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ"* (গালাতীয় ৩:২৭)। *"কিন্তু বিনা বিশ্বাসে প্রীতির পাত্র হওয়া কাহারও সাধ্য নয়, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার ইহা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে ঈশ্বর আছেন, এবং যাহারা তাঁহার অন্বেষণ করে, তিনি তাহাদের পুরস্কারদাতা"* (ইব্রীয় ১১:৬)।

বিশ্বাস (Faith)

১২০।বিশ্বাস বলতে কি বোঝানো হয়?

বিশ্বাস বলতে ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় এবং প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করা। *"আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।"* (ইব্রীয় ১১:১)

১২১।আমাদের বিশ্বাস কিভাবে হতে পারে?

বিশ্বাস জন্মায়, যখন আমরা প্রার্থনা করি, বাইবেল অধ্যয়ন করি ও বাইবেলের শিক্ষাগুলি বোধগম্য করার চেষ্টা করি। *"অতএব, বিশ্বাস শ্রবণ হইতে এবং শ্রবণ খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা হয়।"* (রোমীয় ১০:১৭)।

১২২।পরিত্রাণ পাবার পূর্বে আমাদের কি কি বিষয়ে বিশ্বাস করা উচিৎ?

পরিত্রাণ পেতে হলে আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্ট দ্বারা ও তাঁর প্রেরিতগণ দ্বারা প্রচারিত সুসমাচারে বিশ্বাস করতে হবে। *"আর তিনি [যীশু] তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে...।"* (মার্ক ১৬:১৫-১৬)।

১২৩।সুসমাচার কাকে বলা হয়?

সুসমাচার শব্দের অর্থ শুভসংবাদ অথবা খ্রীষ্ট দ্বারা ব্যক্ত আনন্দের খবর, যা প্রেরিতগণও ব্যক্ত করেছেন ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ক এবং পরিত্রাণ কর্তা যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে। *"যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল'।"* (মার্ক ১:১৪)। *"পরে তাহারা সাক্ষ্য দিয়া সুসমাচার প্রচার করিলেন"* (প্রেরিত ৮:২৫)

১২৪।পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্যে বিশ্বাস ছাড়াও আর কি প্রয়োজন?

বিশ্বাস ছাড়াও পরিত্রাণের জন্য কার্যকরী ভূমিকা প্রয়োজন। যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের নিয়ম ও আদেশসমূহ শিক্ষাগুলিকে মান্য করে চলতে হবে। *"কিন্তু হে অসার মনুষ্য, তুমি কি জানিতে চাও যে, কর্মবিহীন বিশ্বাস কোন কাজের নয়, আমাদের পিতা অব্রাহাম কর্মহেতু, অর্থাৎ যজ্ঞবেদীর উপর... উৎসর্গ কারণ হেতু কি ধার্মিক গণিত... দেখিতেছি কর্মহেতু বিশ্বাস সিদ্ধ হইল।"* (যাকোব ২:২০-২২)।

১২৫।বিশ্বাসের প্রথম ধাপটি কি বিষয় প্রয়োজন ঈশ্বরের কাছে?

যখন কোন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌছায় তখনই বিশ্বাসের প্রথম ধাপটি ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য হয়ে যীশু খ্রীষ্টের নামে পাপের ক্ষমা পাওয়ার জন্য বাপ্তাইজিত হওয়া। *"তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও... পবিত্র আত্মাদান প্রাপ্ত..."* (প্রেরিত ২:৩৮)। *"আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।"* (প্রেরিত ২২:১৬)।

১২৬।বাপ্তিস্ম কিভাবে নেওয়া উচিৎ?

বাপ্তিস্ম হচ্ছে একটি ব্যক্তিকে জলে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হওয়া। *"আর ফিলিপ ও নপুংসক উভয়ে জলমধ্যে নামিলেন এবং ফিলিপ তাঁহাকে বাপ্তাইজিত করিলেন"* (প্রেরিত ৮:৩৭)।

১২৭।বাপ্তিস্ম আমাদের কাছে কি অর্থ বহন করে?

বাপ্তিস্ম আমাদের কাছে একটি বিশেষ রূপকারে ব্যক্ত করে খ্রীষ্টের মৃত্যুবরণ, কবরে শায়িত হওয়া এবং পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া, তদ্রুপভাবে জলের নীচে আমরা আমাদের পুরাতন জীবন (স্বভাব) কবর দিই এবং এক নবজীবন নিয়ে জল থেকে উঠে আসি খ্রীষ্টের পক্ষে তাঁকে সেবা করার মধ্য দিয়ে। *"অতএব, আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি, যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমারও জীবনের নূতনত্বে চলি।"* (রোমীয় ৬:৪)।

১২৮।বাপ্তিস্ম আমাদের জন্য আরও কি করে?

বাপ্তিস্ম খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের সংযুক্ত করে, ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা দত্তক হই। *"কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ; কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ, যিহুদী কি গ্রীক... দাস কি স্বাধীন... নর ও নারী আর হইতে পারে না, কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সকলেই এক..."* (গালাতীয় ৩:২৬-২৮)

খ্রীষ্টের অন্যান্য আদেশসমূহ
(Other Commandments of Christ)

১২৯।বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম ছাড়া পরিত্রাণের জন্য আরও কি প্রয়োজন?

বিশ্বাস ও বাপ্তিস্ম শুধুমাত্র আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারে না। খ্রীষ্টের অমূল্য আদেশ সমূহও আমাদের মেনে চলতে হবে। *"আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা দিতেছি, তাহা যদি পালন কর, তবে তোমরা আমার বন্ধু।"* (যোহন ১৫:১৪)।

১৩০।বাইবেলের কোন অংশে আমরা এই আদেশসমূহ পাবো?

খ্রীষ্টের আজ্ঞা সমূহ সুসমাচার সমূহে লিপিবদ্ধ, বিশেষ করে পর্বতে দত্ত যীশুর শিক্ষা (মথি লিখিত সুসমাচারের ৫,৬ ও ৭ অধ্যায়ে) এবং প্রেরিতগণের বক্তব্যে।

১৩১।বিশেষ দুটি আদেশগুলি কি কি?

তিনি (যীশু) তাহাকে কহিলেন, *"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে"* (মথি ২২:৩৭-৩৯)।

১৩২।তাদের জন্য কি ক্ষমা আছে যারা যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিয়েছে অথচ দুর্বল স্বভাবের কারণে আদেশ সমূহ পালনে (সঠিকভাবে) ব্যর্থ হয়েছে?

হ্যাঁ, তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্তি আছে যারা যীশুকে পরিত্রাণকর্তা গ্রহণ করে বাপ্তিস্ম নিয়েছে, যদি কোন রকম ক্ষমাপ্রাপ্তির সুযোগ না থাকতো তাহলে কেউই পরিত্রাণ পেত না কারণ আমরা সকলেই সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হই। *"হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে হে প্রভু, কে দাঁড়াইতে পারিবে? কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।"* (গীতসংহতা ১৩০:৪-৫)।

১৩৩।আমরা কিভাবে এই ক্ষমা ধারণ করবো?

আমরা আমাদের প্রতিনিয়ত করা পাপসমূহ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করে ক্ষমা চেয়ে তাঁর সাহায্যে ঐ সকল পুনরায় না করার জন্য প্রার্থনা করবো এবং অন্যান্যরা যখন আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করে আমরা ক্ষমা করে দেব। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে অবিরত আমাদের জন্য অনুনয় করে চলেছেন। *"হে আমার বৎসরা, তোমাদিগকে এই সকল... যেন পিতার কাছে এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট"* (১ম যোহন ২:১)।

১৩৪।কিভাবে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর আদেশসমূহ মেনে চলতে এবং তাঁর দেয় পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করনে?

ঈশ্বরের সন্তানগণ খ্রীষ্টের মাধ্যমে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে সকল বিষয়ে বিনতি জানাতে সক্ষম এবং ঈশ্বরেরই প্রতিজ্ঞা তিনি কখনও তাদেরকে দূরে যেতে দেবেন না যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। *"তোমাদের আচার-ব্যবহার ধনাসক্তিবিহীন হউক... সন্তুষ্ট থাক, কারণ তিনিই বলিয়াছেন, 'আমি কোন ক্রমে তোমাকে ছাড়িব না, ও কোন ক্রমে তোমাকে ত্যাগ করিব না'।"* (ইব্রীয় ১৩:৫)। *"সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করেন"* (গীত: ৩৪:৭)।

১৩৫।বিশেষভাবে কোন বিষয় বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে সাহায্য করে?

বিশ্বাসীদেরকে তিনটি বিষয় পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি আন্তরিকভাবে পালন করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্যে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারি। সেগুলি হচ্ছে, নিয়মিত হইবেল অধ্যয়ন করে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দানের জন্য প্রার্থনা ও ধন্যবাদ করে এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মউৎসর্গকে স্মরণ করে। *"তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ, আমার পথের আলোক"* (গীত ১১৯:১০৫)। *"অবিরত প্রার্থনা করা, সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ইহাই তোমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা"* (১ম থিষলনীকীয় ৫:১৭,১৮)।

১৩৬।স্মরণ সভা (Memorial Meeting) কাকে বলা হয়?

এটি হচ্ছে খ্রীষ্টের আদেশ পালনার্থে যারা তাঁকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম নিয়েছে, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার খ্রীষ্টের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে, রুটি ও দ্রাক্ষারস পান করার মধ্য দিয়ে এই সভা সম্পন্ন করে। *"কারণ যত বার তোমরা এই রুটি ভোজন কর, এবং এই পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার করিয়া থাক, যে পর্যন্ত না তিনি না আইসেন"* (১ম করিন্থীয় ১১:২৬)। *"...তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়া থাক, এবং তোমাদের কাছে যেরূপ শিক্ষামালা সমর্পণ করিয়াছি, সেইরূপই তাহা ধরিয়া আছ"* (১ম করিন্থীয় ১১:১-২)।

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

The Christadelphian Junior Instructor

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: Re-Edit Carey Version, BBS (with permission)

March 2011